দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 19 JUN 2008
পৃঃ ৩ ... ৪

লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি চলতে দেয়া যাবে না

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

'বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, কোন অবস্থাতেই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যাবে না; কিন্তু লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতিও এদেশে চলতে দেয়া যাবে না। তারা বলেন, ছাত্র রাজনীতি হবে সত্য, সুন্দর, কল্যাণমুখী, স্বাধীন ও আপোষহীন।

বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বার্তা সংস্থা 'দি এডিটর' আয়োজিত এই গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য ছাত্র রাজনীতির ইতিবাচক দিকগুলোকে আমাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে। তবে তারও আগে আলোচনা এবং সংলাপের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, কোন কিছু চাপিয়ে দিয়েও সমস্যার সামাধান বের করা যাবে না। সৎ সাহস নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে গেলেই কেবল সমাধান পাওয়া যাবে।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বলেন, লেজুড়বৃত্তি নয় বরং ছাত্ররা যাতে নিজস্ব বিবেক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাজনীতি করতে পারে সেদিকেই সরকারের মনোযোগ দেয়া উচিত। তিনি বলেন, সংস্কার নিয়ে অনেক অপব্যাখ্যা হচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সংস্কার না হলে কূপমন্ডুকতা থেকে আমাদের রেহাই নেই।

বৈঠকে ধারণাপত্র পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, সংস্কারের বিকল্প হিসেবে ছাত্র রাজনীতি বাতিলের কথা ভাবাই যায় না। ছাত্র রাজনীতির সংস্কারের জন্য ৯ দফা সুপারিশ পেশ করেন তিনি।

গোলটেবিল বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপি নেতা লেঃ জেনারেল (অবঃ) মাহবুবুর রহমান, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. শমসের আলী, এটিএন বাংলার উপদেষ্টা সাইফুল বারী, ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না, জাসদ নেতা শিরিন আখতার, এডিটর ডট নেট-এর সম্পাদক সেলিম ওমরাও খান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।